IMPACT PR

Media Monitoring (Clipping)

Client: LIRNE ASIA	**Headline:** Real potential for m-money in identified
Publication: The Daily Inqilab	**Position:** Page - 10,Column 3 to 6
Language: Bangla	**Colour/B&W:** B & W
Date: 01-04-2010	**Size:** Column 4 x 5 Inches

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
www.dailyinqilab.com
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে

মোবাইল-মানি সেবার ব্যাপক সম্ভাবনা

কর্পোরেট ডেস্ক

মোবাইলের মাধ্যমে অর্থ আদান-প্রদান সেবা (মোবাইল-মানি) শুধুমাত্র বড় ব্যবসার জন্য উপকৃত হবে, এ ধারণাটি বেশ প্রচলিত হলেও প্রকৃত চিত্রটি বিপরীত। বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝেই মোবাইল মানির প্রকৃত সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের টেলিযোগাযোগ নীতিমালা এবং নিয়ন্ত্রক বিষয়ক অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান লার্ন এশিয়ার সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণা দলের প্রধান ড.এরুইন এলামপের মতে, এদেশের অন্যতম মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধরনের সেবার গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে এই সম্ভাবনার বিষয়টি উঠে এসেছে। দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর প্রর্বতক গ্রামীণ 'ফোন লেডিস' এর মাধ্যমে দরিদ্রদের মোবাইল ব্যবহারকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এখন ব্যাংকিং এবং মোবাইল প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল পেমেন্ট স্কিম চালু করার জন্য প্রস্তুত গ্রামীণ, যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারুণ উপকৃত করবে।

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে অধিকহারে মোবাইল ব্যবহার শুরু হয়েছে গত দশক থেকে। লার্ন এশিয়ার ৬টি দেশের ওপর পরিচালিত 'টেলিইউজ অ্যাট দি বটম অব দি পিরামিড' শীর্ষক এই গবেষণায় দেখা গেছে, অংশগ্রহণকারী ৪৩ ভাগ জনগোষ্ঠী তাদের পরিবারের জন্য একটি প্রিপেইড মোবাইল সংযোগ ব্যবহার করে।

বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর (বটম অব দি পিরামিড-বিওপি) অধিকাংশ প্রিপেইড মোবাইল ব্যবহারকারী ইলেকট্রনিক রিচার্জের সাহায্যে মোবাইলের ব্যালেন্স রির্চাজ করে থাকেন। বিওপি এর ৯৬ শতাংশই এই পদ্ধতিতে রিচার্জ করেন। যেখানে টপ আপের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট রিচার্জ করেন ৪১ শতাংশ। এই সংখ্যা ইলেকট্রনিক রিচার্জের প্রতি তাদের অগাধ আস্থারই প্রমাণ দেয়। আর এই আস্থাকে বাংলাদেশের মোবাইল মানির সেবার ক্ষেত্রেও সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে অভিমত দেন ড. অ্যালামপি। তিনি এই মোবাইল মানি ব্যবস্থা নিয়ে ফিলিপাইনে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তার মতে, বাংলাদেশ ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে, কেননা ফিলিপাইনের জনগণ দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে মোবাইল মানি সেবা ব্যবহার করছেন। মোবাইলের নানাবিধ অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের দিক থেকে ফিলিপাইন নেতৃস্থানীয়, যেখানে এসএমএস ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশসমূহে মোবাইল মানি সেবা চালু হলেও এই সেবাটি এখনও এতটা পরিচিতি পায়নি।

মোবাইল মানি বা এম-মানি হচ্ছে ইলেকট্রনিক মানির একটি রূপ। সত্যিকারের অর্থ প্রথমে ইলেকট্রনিক অর্থে পরিণত হয় এবং পরে তা মোবাইল ওয়ালেটে রাখা হয়। এরপর এই অর্থ এক মোবাইল গ্রাহকের কাছ থেকে কাছে বা দূরের অন্য মোবাইল গ্রাহকের কাছে স্থানান্তর করা হয়। এমনকি এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা স্থানান্তর করা যায়। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আরো সক্রিয় হতে হয়।

ফিলিপাইনে দুই ধরনের এম-মানি সেবা চালু আছে- 'স্মার্ট মানি' এবং 'জি ক্যাশ'। সেবা দুটি ফিলিপাইনের নেতৃস্থানীয় দুটি টেলিকম অপারেটর যথাক্রমে স্মার্ট এবং গ্লোবালের অনন্য সেবা। এই ই-মানি খুচরা ক্রয়ে, ইউটিলিটি বিল প্রদানে এবং এক গ্রাহক থেকে অন্য গ্রাহকের মোবাইলে স্থানান্তরে ব্যবহার করা হয়। আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে এম-মানি ব্যবহারের অসাধারণ সুযোগটি হল আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্স স্থানান্তরে এর ব্যবহার। ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এম-মানির মাধ্যমে ২০ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্সের স্থানান্তরে ৬ শতাংশ স্থানান্তর ফি সাশ্রয় করা সম্ভব.।

ফিলিপাইনের মত বাংলাদেশেরও বিশাল সংখ্যক অভিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিওপিতে অবস্থানকারী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর পরিবারের সদস্য প্রবাসে অবস্থান করেন। ছাড়াও ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর সদস্য নিজ জেলার বাইরে অবস্থান করে। বিওপিতে অবস্থানরত জনগোষ্ঠীর আকার, বিশাল সংখ্যক অভিবাসী জনগোষ্ঠী এবং প্রতি মাসে টাকা পাঠানোর হারকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে এম-মানি সেবার ব্যাপক সম্ভাবনা উপলব্ধি করা যায়।

IMPACT PR

Client: LIRNE ASIA	**Headline:** Real potential for m-money in Bangladesh identified: Study report revealed
Publication: The Editor	**Position:**
Language: Bangla	**Colour/B&W:** Colour
Date: 01-04-2010	**Size:**

The Editor
People's News Carrier

বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য মোবাইল-মানি সেবা সম্ভাবনাময় : গবেষণায় তথ্য প্রকাশ

মোবাইলের মাধ্যমে অর্থ আদান-প্রদান সেবা (মোবাইল-মানি) শুধুমাত্র বড় ব্যবসার জন্য উপকৃত হবে, এ ধারণাটি বেশ প্রচলিত হলেও প্রকৃত চিত্রটি বিপরীত। বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠির মাঝেই মোবাইল-মানির প্রকৃত সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের টেলিযোগাযোগ নীতিমালা এবং নিয়ন্ত্রক বিষয়ক অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান লার্ন এশিয়ার সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণা দলের প্রধান ড. এরুইন এলামপের মতে, বাংলাদেশের অন্যতম মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধরণের সেবার গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে এই সম্ভাবনার বিষয়টি উঠে এসেছে। দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর প্রবর্তক গ্রামীণ ফোন লেডিস এর মাধ্যমে দরিদ্রদের মোবাইল ব্যবহারকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। এখন ব্যাংকিং এবং মোবাইল প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে মোবাইল পেমেন্ট স্কীম চালু করার জন্য প্রস্তুত গ্রামীণ, যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দারুন উপকৃত করবে।

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে অধিক হারে মোবাইল ব্যবহার শুরু হয়েছে গত দশক থেকে। লার্ন এশিয়ার ছয়টি দেশের উপর পরিচালিত টেলিইউজ অ্যাট দ্য বটম অব দ্য পিরামিড শীর্ষক এই গবেষণায় দেখা গেছে, অংশগ্রহণকারী ৪৩ ভাগ জনগোষ্ঠি তাদের পরিবারের জন্য একটি প্রিপেইড মোবাইল সংযোগ ব্যবহার করে।

বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠির (বটম অব দ্য পিরামিড-বিওপি) অধিকাংশ প্রি-পেইড মোবাইল ব্যবহারকারী ইলেকট্রনিক রিচার্জের সাহায্যে মোবাইলের ব্যালেন্স রির্চাজ করে থাকেন। বিওপি এর ৯৬ শতাংশই এই পদ্ধতিতে রিচার্জ করেন। যেখানে টপ আপের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট রিচার্জ করেন ৪১ শতাংশ। এই সংখ্যা ইলেকট্রনিক রিচার্জের প্রতি তাদের অগাধ আস্থারই প্রমাণ দেয়। আর এই আস্থাকে বাংলাদেশের মোবাইল মানির সেবার ক্ষেত্রেও সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে অভিমত দেন ড. অ্যালামপি।

তিনি এই মোবাইল মানি ব্যবস্থা নিয়ে ফিলিপাইনে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। তার মতে, বাংলাদেশ ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে, কেননা ফিলিপাইনের জনগণ দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে মোবাইল মানি সেবা ব্যবহার করছেন।

মোবাইলের নানাবিধ অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের দিক থেকে ফিলিপাইন নেতৃস্থানীয়, যেখানে এসএমএস ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরণের অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশসমুহে মোবাইল মানি সেবা চালু হলেও এই সেবাটি এখনও এতটা পরিচিতি পায়নি।

মোবাইল মানি বা এম-মানি হচ্ছে ইলেকট্রনিক মানির একটি রূপ। সত্যিকারের অর্থ প্রথমে ইলেকট্রনিক অর্থে পরিনত হয় এবং পরে তা মোবাইল ওয়ালেটে রাখা হয়। এরপর এই অর্থ এক মোবাইল গ্রাহকের কাছ থেকে কাছে বা দূরের অন্য মোবাইল গ্রাহকের কাছে স্থানান্তর করা হয়। এমনকি এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা স্থানান্তর করা যায়। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আরো সক্রিয় হতে হয়।

ফিলিপাইনে দুই ধরনের এম-মানি সেবা চালু আছে-- স্মার্ট মানি এবং জি ক্যাশ। সেবাদুটি ফিলিপাইনের নেতৃস্থানীয় দুটি টেলিকম অপারেটর যথাক্রমে স্মার্ট এবং গ্লোবালের অনন্য সেবা। এই ই-মানি খুচরা ক্রয়ে, ইউটিলিটি বিল প্রদানে এবং এক গ্রাহক থেকে অন্য গ্রাহকের মোবাইলে স্থানান্তরে ব্যবহার করা হয়। আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে এম-মানি ব্যবহারের অসাধারণ সুযোগটি হল আর্ন্তজাতিক রেমিটেন্স স্থানান্তরে এর ব্যবহার।

ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এম-মানির মাধ্যমে ২০ মার্কিন ডলার রেমিটেন্সের স্থানান্তরে ৬ শতাংশ স্থানান্তর ফি সাশ্রয় করা সম্ভব।

ফিলিপাইনের মত বাংলাদেশেরও বিশাল সংখ্যক অভিবাসী জনগোষ্ঠি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বিওপিতে অবস্থানকারী ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠির পরিবারের সদস্য প্রবাসে অবস্থান করেন। ছাড়াও ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠির সদস্য নিজ জেলার বাইরে অবস্থান করে। এসব জনগোষ্ঠির মধ্যে ৮৬ শতাংশ আন্তর্জাতিক অভিবাসী এবং ৫২ শতাংশ স্থানীয় অভিবাসী রেমিটেন্স প্রেরন করে থাকেন। এসব অভিবাসিরা গড়ে প্রায় ১৮৫ মার্কিন ডলার প্রেরণ করে থাকেন, যার মধ্যে ৫৯ শতাংশই প্রতি মাসে একবার কিংবা তার চেয়েও কম সময়ে এই অর্থ প্রেরণ করে থাকেন।

লার্ন এশিয়ার এই গবেষণায় দেখা গেছে, এসব জনগোষ্ঠির মাত্র দুই শতাংশ অর্থ স্থানান্তরের বর্তমান পদ্ধতিগুলো নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তারা মোবাইলের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণের বিকল্প উপায়ও ব্যবহারে আগ্রহী নন। বর্তমানে অর্থ স্থানান্তরে ব্যাংক ড্রাফট এবং ওয়ার ট্রান্সফার পদ্ধতি দুটিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত।

বিওপিতে অবস্থানরত জনগোষ্ঠির আকার, বিশাল সংখ্যক অভিবাসী জনগোষ্ঠি এবং প্রতি মাসে টাকা পাঠানোর হারকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে এম-মানি সেবার ব্যপক সম্ভাবনা উপলব্ধি করা যায়। বিওপিতে অবস্থানরত এই জনগোষ্ঠির এম-মানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড় বাধা হল জ্ঞান এবং সচেতনতা।

এই গবেষণা লার্ন এশিয়ার ২.০ মোবাইল গবেষণার একটি উপাদান যা মোবাইল হ্যান্ডসেটের কথার চেয়ে বেশি কিছুর উদ্ভাবক। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে লার্ন এশিয়া আইসিটি পলিসি এবং রেগুলেশনের সক্রিয় থিংক ট্যাংক প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য আইসিটি নীতি সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে বিকাশমান এশিয়ার মানুষের জন্য সহায়ক নীতিমালা ও অবকাঠামো তৈরিতে ভূমিকা রাখা।

দি এডিটর/আরআইআর/এসবি/৩১-০৩-১০